সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
◇ সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার
◇ প্রোগ্রামার
◇ সহকারী প্রোগ্রামার
◇ স:মে:ই-১/স:মে:ই-২
◇ নথি
ডাইরি নং.....
তারিখঃ 19/12/2019
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১/১৮-৫৮৯

তারিখঃ ০৩ পৌষ ১৪২৬
১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০১/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৮/১২/২০১৯
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

নভেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">অক্টোবর'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">নভেম্বর'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৩</td><td>০১</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০৪</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২০</td><td>০০</td><td>২০</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৯</td><td>০১</td><td>২০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৬</td><td>০২</td><td>৪৮</td><td>০৩</td><td>০৩</td><td>০৬</td><td>৪২</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ০৩টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৯টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৯টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নভেম্বর ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">নভেম্বর ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২০টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৮টি, বিআরটিএ-তে ০১টি, বিআরটিসি-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩৬</td><td>১৩</td><td>৩২৪৯</td><td>০৭</td><td>০৭</td><td>০০</td><td>৩২৪২</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৬৬</td><td>০২</td><td>২৬৮</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬৮</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৯০</td><td>০১</td><td>৯১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৯১</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৯৩</td><td>১৬</td><td>৩৬০৯</td><td>০৭</td><td>০৭</td><td>০০</td><td>৩৬০২</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে। সভাপতি অবহিত করেন মামলা নিষ্পত্তির জন্য দপ্তর/সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে অনেক আইনজীবী নিষ্ক্রিয় অথবা সময় দেননা। এতে মামলার ফলাফল সরকারের বিপক্ষে যায়। তাই আইনজীবীদের Performance মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় আইনজীবীদের পরিবর্তে ভাল এবং Active আইনজীবীদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) Performance মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিষ্ক্রিয় আইনজীবীদের পরিবর্তে নতুন আইনজীবী নিয়োগ দিতে হবে। (ক) (৩) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত ৫৯টি কনটেম্পট মামলা ছিল। নভেম্বর ২০১৯ মাসে নতুন মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৯টি। এ অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে অক্টোবর ২০১৯ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৬টি। নভেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি তন্মধ্যে সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৫টি। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। নভেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু/নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে সওজ এর ০৫টি এবং বিআরটিএ-এর ০৬টি।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৩৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ১৩টি মামলা রুজু এবং ০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৪২টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ও মামলা পরিচালনার সার্বিক বিষয় জানার জন্য আওতাভুক্ত কয়েকটি সড়ক বিভাগ পরিদর্শন করা হয়। কোনো সড়ক বিভাগে মামলা পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কোনো অফিসার নেই। পুরানো কোনো স্টাফ/সার্ভেয়ার বা অবসরে গেছেন এমন স্টাফ ছাড়া সওজ'র মামলা ও সম্পত্তি সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পরেননা। অভিজ্ঞ ও নির্ধারিত কোনো অফিসার না থাকায় মামলার ক্ষেত্রে আদালতে সঠিক তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা হয়না। ফলে মামলায় সরকার পক্ষ প্রায়স হেরে যায়। তাই মামলা পরিচালনা ও সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য নির্ধারিত কোনো অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা উচিৎ।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) মামলা পরিচালনা ও সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগে নির্ধারিত কোনো অফিসারক দায়িত্ব/ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (১) বিজ্ঞ আদালতে বিজ্ঞ আদালতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৮টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯০টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ০১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯১টি। বিআরটিসি'র ৫টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এ রেখে নিষ্পত্তির ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, আপীল করা ১টি মামলার বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) আপীল করা মামলার বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে।	
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। হাই কোর্টে রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালক ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, মামলার বিষয়টি ভাল করে খতিয়ে দেখে মতামত চেয়ে এ বিভাগের আইন অনুবিভাগে পত্র দেয়া দেয়া হয়েছে।	(১) কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মামলায় আপীল ও কনটেম্পট হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়গুলো ভাল করে খতিয়ে দেখে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নিবাহী পরিচালক, ডিটিসিএ যুগ্মসচিব (আইন)
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৩১	১,১৩৮	৫,৬৮৩	৬১০	০১ (অ:)	৭,৪৩২	৩২ (অঃ)	৭,৪০০
বিআরটিসি	৩,১৫৩	২,১১৪	৯৪৮	৯১	-	৩,১৫৩	১৮ (সাঃ)	৩,১৩৫
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	১৯	০৬	১২	০১		১৯	-	১৯
ডিএমটিসিএল	১৪	০৪	১০	-	-	১৪	-	১৪
মোট	১০,৯০১	৩,৩১০	৬,৮৮৮	৭০৩	০১	১০,৯০২	৫০	১০,৮৫২

উপসচিব (অডিট) জানান যে, অক্টোবর ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৯০১। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ৫০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ০১টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮৫২টি।

(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে চলতি মাসে ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করা হবে। সভায় সঠিক ও যথাযথ জবাব দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। সভায় সঠিক ও যথাযথ জবাব দাখিল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
(খ) বিবেচ্যমাসে বিআরটিসি এর ০১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ২২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ২৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে।	(খ) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	
(গ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি অফিসের ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৫টির পূর্ণাঙ্গ জবাবসহ অবশিষ্ট ১৪টির ব্রডশীট জবাব পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) ব্রডশীট জবাবের আলোকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(ঘ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলী হতে পত্র পাওয়া গিয়েছে। বাজেট শাখা হতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ঘ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
(ঙ) উপসচিব (অডিট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(চ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবরে উচ্চ পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের নিমিত্ত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে কার্যপত্র প্রেরণ করা হবে।	(চ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এর বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
১.	পেনশন কেইস:		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	০১	০৩	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৮	৪	৩২	৫	২৭	
বিআরটিসি	১৬৮	০৭	১৭৫	-	১৭৫	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	২০০	১১	২১১	৫	২০৫	

ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। আরো ১টি পেনশন কেইস সওজ অধিদপ্তর হতে তথ্য পেলেই সহসাই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, নির্ধারিত সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) ৩টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (খ) নির্ধারিত সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬. **আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়া সংশোধন/পরিমার্জন করে পুনরায় ২৭/১১/২০১৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর ওপর মতামতের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা কমিটির নিকট হতে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালার ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন/বিআরটিএ)
গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে ২৬/১১/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর যৌক্তিকতাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রবিধানমালা প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ), জানান, ডিটিসিএ হতে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রবিধানমালা ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ
ঘ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধিমালা প্রণয়নের কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	বৃক্ষরোপন : প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২৩/১০/২০১৯ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সওজ অধিপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সওজ অধিদপ্তর হতে খসড়া নীতিমালা এ বিভাগে প্রেরণ করে। সংশোধিত নীতিমালাটি (খসড়া) পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শিঘ্রই সভা আহবান করা হবে।	(গ) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল)
	(ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আংশিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	(ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সকল সড়ক বিভাগসমূহকে ৩১/০৭/২০১৯ প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী নরসিংদী সড়ক বিভাগে ১৮টি মহাসড়ক ও বগুড়া সড়ক বিভাগের ১৭টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, গাজীপুর সড়ক বিভাগের ২৩টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং যশোহর সড়ক বিভাগে ৫টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য এষ্টেট ও ল' অফিসার, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জনান, সওজ এর নামে অধিগ্রহণকৃত যে সকল ভূমির নামজারি বা হালনাগাদ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে সকল জায়গা/সম্পত্তি নামজারি বা রেকর্ডভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে পত্র বা নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) সওজ এর নামে অধিগ্রহণকৃত যে সকল ভূমির নামজারি বা হালনাগাদ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে সকল জায়গা সম্পত্তি নামজারি বা রেকর্ডভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (২) (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, গত ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ বাজার, জাওয়া বাজার, পাগলা বাজার, শান্তিগঞ্জ বাজার, নীলপুর বাজার ও ওয়াজেখালী বাজারসহ বিভিন্ন অংশে সড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ০৫টি কংক্রিটের ছাদওয়ালা পাকা দোকান, ২১৫টি সেমি পাকা দোকান, ৫৭৫টি কাঁচা দোকানসহ মোট ৭৯৫টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১০ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ০৮ (আট) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক ৪/১১/২০১৯, ০৫/১১/২০১৯, ০৬/১/২০১৯ তারিখে গাইবান্ধা সড়ক বিভাগাধীন মহাসড়কের পার্শ্ব হতে ১ ৮২১ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। যার বাজার মূল্যা ১১৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী। এছাড়া, ১৭/১১/২০১৯, ১৯/১১/২০১৯, ২০/১১/২০১৯ও ২১/১১/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক জোন ও রংপুর সড়ক জোনের আওতায় মাহসড়কের পার্শ্ব হতে ৩৭২৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। যার বাজার মূল্য ৩০২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার কম/বেশী। এছাড়া, ২৫/১১/২০১৯ ও ২৬/১১/২০১৯ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আমিন বাজার হতে সভার বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মহাসড়করে পার্শ্ব হতে ৯৪৪টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয় যার বাজার মূল্য ১৪০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা কম/বেশী। অভিযান পরিচালনার সময় উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	(খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) সভাকে অবহিত করেন সওজ অধিদপ্তরে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ থাকলেও তাদের কাজ করার সুযোগ কম। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সহযোগী কোনো কর্মকর্তা ও সাপোটিং স্টাফ নেই। এছাড়াও এস্টেট ও আইন কর্মকাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়না। এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি ও মামলা পরিচালনরা নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উইং সৃজন করা প্রয়োজন।	(খ) সওজ অধিদপ্তরের সম্পত্তি ও মামলা পরিচালনরা নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উইং সৃজনের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনে একজন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাকে গত ১২/১১/২০১৯ তারিখ এ বিভাগ হতে প্রেষণে পদায়নের আদেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত কর্মকর্তাকে ডেপুটি কমিশনার এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতা অর্পণের জন্যও গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) যোগদানকৃত কর্মকর্তাকে তার দায়িত্বভার বুঝে নিতে হবে। (২) ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ২৫/১১/২০১৯ তারিখ দোহাজারী সড়ক বিভাগাধীন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক এ বিজিসি ট্রাস্ট (মুজাফফারাবাদ) হতে চক্রশালা কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ পর্যন্ত মহাসড়কের দু' পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ৬৫৫টি স্থাপনা অপসারণ করে ৪.৮২ একর (চার একর বিরাশি শতক) জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজারদর ১৯২.৮ (একশত বিরানব্বই কোটি আশি লক্ষ) টাকা। (খ) গত ২৬.১১.২০১৯ তারিখ দোহাজারী সড়ক বিভাগাধীন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় (এন-১) শিকলবাহা ওয়াইজংশন হতে শান্তিরহাট পর্যন্ত মহাসড়কের দু' পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের ২২০টি স্থাপনা অপসারণ করে ২.০৭ একর (দুই একর সাত শতক) জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজারদর ৮২.৮ (বিরাশি কোটি আশি লক্ষ) টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ৪৪৬টি মামলার মাধ্যমে ৫,১৭,৮০০/- (পাঁচ লক্ষ সতের হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/
	(খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণকরত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।	(ঘ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ঢাকা ও রংপুর সড়ক জোনে ২২৯টি এবং চট্টগ্রাম সড়ক জোনে ৭৮টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ীসমূহ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামাল হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	(ক) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে (খ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মহামান্য হাইকোর্টের রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) ৮টি পদ সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান- (১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ০৫/১১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সওজ অধিদপ্তর ও ডিটিসিএ'র কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে লিখিত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।	(১) (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) সওজ ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। অতি শিঘ্রই বিআরটিসি ডিপো ম্যানেজার ও সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।	(৩) বিআরটিসি ছাড়াও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত ২০১৯-২০ এর ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচন সভা ০৪/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা ১১/১২/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grivance Redress System - GRS : (১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, নভেম্বর ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৬টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ১৬টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৪টি সওজ অধিদপ্তর, ০৫টি বিআরটিসি এবং ০৭টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ (০৩টি)-এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে (২) দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখে মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মিরপুরস্থ ব্র্যাক সিডিএম-এ আগামী ০৩-০৪ জানুযারি ২০২০ সময়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। ইতোমধ্যে দপ্তর/সংস্থা থেকে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে।	ব্র্যাক সিডিএম এর সাথে যোগাযোগ করে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্ধারিত সময়ে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালার অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (সওজ গেজেটড ও সংস্থাপন)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম ত্বরন্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): যুগ্মপ্রধান জানান, এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় পানগাঁও কইন্টোনার টার্মিনাল হতে মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সড়কের ভূমির মালিকানা ও ডিপোজেটরি ওয়ার্কের আওতায় সড়ক নির্মাণ ও নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি কিভাবে করা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডাব্লিটিএ ও সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে যুগ্মপ্রধানের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা)
১৩.	বিবিধ: ক. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৫/৯/২০১৯ তারিখ হতে বিআরটিসি'র আজিমপুর-মোহাম্মদপুর সার্কুলার AC বাসে Rapid Pass এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সার্কুলার রুটের ৫টি ষ্টপেজে প্রচারণা কার্যক্রম করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুটে ১৫টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। DBBL এর ঢাকাস্থ সকল বাস এর মাধ্যমে Rapid Pass কার্ড এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বিআরটিসি কর্তৃক অনুমোদিত নতুন এসি বাস সার্ভিসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানের জন্য গত ১৭/১০/২০১৯ তারিখে চেয়ারম্যান, BRTA-কে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, বাসে স্থাপিত Rapid Pass ডিভাইস সচল রাখার বিষয়টি তদারকির ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।	(২) (ক) ঢাকা মহনগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (খ) ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। (২) (গ)) বাসে স্থাপিত Rapid Pass ডিভাইস সচল রাখার বিষয়টি তদারকি করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে ১২টি বাসের মধ্যে ০২টি বাসে Wifi স্থাপনা করা হয়েছে।	(৩) (ক) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	
	(৪) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কমিটির মাধ্যমে এসি বাসের ভাড়া সিটি সার্ভিসে কিলোমিটার প্রতি যাত্রীপ্রতি ভাড়া ৩.২৫ টাকা এবং আন্ত:জেলা রুটে কিলোমিটার প্রতি যাত্রীপ্রতি ভাড়া ২.৭৫ নির্ধারণ করা হয়েছে।	(৪) (খ) নির্ধারিত ভাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- বিআরটিসি'র চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ: (i) জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব বাবু নন্দলাল মন্ডলের ০১টি বাসের ইজারা ২৯/০৩/১৮ তারিখে এবং কেটিআর এন্টারপ্রাইজের ০৯টি বাসের ইজারা ১৯/০২/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। (ii) কল্যাণপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব লিল্টু এন্টারপ্রাইজের ০৭টি বাসের ইজারা ২৯/০৩/১৮ ও ১০/০৬/১৮ তারিখ এবং রবিউল ট্রেডার্সের ০২টি বাসের ইজারা ২১/০৫/১৯ তারিখে এবং মেসার্স গোলাম মোস্তফার ১০টি বাসের ইজারা ২০/১০/১৮ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। (iii) বগুড়া বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব হাসান আলী মন্ডলের ০৪টি বাস ও জনাব কামরুল হাসানের ০২টি বাসের ইজারা ২৯/০৭/১৮ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। (iv) দিনাজপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা মেসার্স গোলাম মোস্তফার নামে বরাদ্দকৃত ০২টি বাসের ইজারা ০৭/০৩/১৯ ও ১৪/০৩/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। (v) মতিঝিল বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক বকুল এর নামে বরাদ্দকৃত ০২টি বাসের ইজারা ০৫/০৩/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। (vi) ইজারা শর্ত ভঙ্গ ও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বাতিলকৃত ইজারাগ্রহিতা জনাব হাসান আলী মন্ডলের নামে বগুড়া জেলায় ৩৬৭/পি/২০১৮ (সদর) নম্বরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। (vii) কল্যাণপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা কাজী সজিব উদ্দিন, প্রাপ্তি এন্টারপ্রাইজের নামে বরাদ্দকৃত ০৫টি বাসের মধ্যে ০৪টি বাস রাজস্ব অজমা ও অনুমোদন ব্যতিত রুটে পরিচালনার জন্য আটক করা হয়েছে। (viii) মতিঝিল বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব মোঃ আতোয়ারুল ইসলামের নামে বরাদ্দকৃত ০১টি বাস আটক করা হয়েছে। রাজস্ব অজমায় বাতিলকৃত অন্যান্য ইজারাগ্রহিতার নামে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে মার্চ'১৮ হতে নভেম্বর'১৯ পর্যন্ত সময়ের ছক আকারে প্রতিবেদন গত ০৪/১২/২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রতিমাসে নির্ধারত ছকে মোতাবেক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঝ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। সভায় রাজউকের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসিএ
	ঞ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৩টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ২২টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৩টি পদ পূরণ করা হবে। সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদের ১টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত ০৭/১১/২০১৯ তারিখে বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১৫টি পদ পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৪২টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১৬/১০/২০১৯ তারিখ হতে বদলি জনিতকারণে ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি শূন্য রয়েছে। ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি প্রেষণে পূরণ করার জন্য ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২২টি পদের লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অফিস সহায়ক পদের উল্লেখ না থাকায় অফিস সহায়ক পদগুলো নিয়মিত হিসেবে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। ডিটিসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৪২টি পদের মধ্যে আউটসোর্সিং হিসেবে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ইতোমধ্যে বেতনস্কেল নির্ধারণে সম্মতি প্রাপ্ত মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭জন অফিস সহায়ক ব্যতিত অবশিষ্ট ১৩জন অফিস সহায়কের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগের উন্মুক্ত উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** বিআরটিসি'র ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪২১টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-১৬তম গ্রেডের ৯০ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান।হিসাব সহকারি গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২২টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩য় ও ৪রথ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৪৮১টি শূন্য পদ রয়েছে তন্মধ্যে-সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৭১ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৬১টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২য় শ্রেণির বিভিন্ন ৩৪টি পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩য় ও ৪র্থ ৪০টি	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	শূন্য পদের অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদের ৬৫টি শূন্য পদ ব্যতীত (৪০৭৭-৬৫)=৪০১২টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
	ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত করে ১২/০৯/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজ চলমান।	দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমিালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহে মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সংশ্লেষে অর্থ বিভাগ কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করেছে। শর্তের বিষয়ে তথ্য/মতামত চেয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে।	শর্তের বিষয়ে তথ্য/মতামতের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কাজ শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ ছাড় পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা আব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোটরযান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি কোম্পানীর রাইড শেয়ারিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা কমিটির নিকট হতে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালার ওপর দ্রুত আন্তমন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শিঘ্রই ডিটিসিএ-তে Presentation আকারে পেশ করবে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৮/১২/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব